২০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকারসহ নারী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালা লক্ষীপুর এলাকা থেকে ২৫ ভরি স্বর্ণালংকারসহ মুক্তা খাতুন (৩৪) নামের এক নারীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের কালা লক্ষীপুর এলাকার মাওলানাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মুক্তা খাতুন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের মিজানুর রহমানের স্ত্রী।

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন জানান, কালীগঞ্জ থেকে ঢাকায় স্বর্ণ পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে লক্ষীপুর বিদ্যালয়ের সামনে চেকপোস্ট বসায় ডিবি পুলিশের একটি অভিযানিক দল।

সেসময় দর্শনা থেকে বরিশালগামী চাকলাদার পরিবহণে তল্লাসী চালিয়ে মুক্তা খাতুনকে আটক করা হয়। তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় ২৫ ভরি ১৫ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার। যার আনুমানিক মুল্য ২০ লাখ টাকা। মুক্তা খাতুন কালীগঞ্জ থেকে এসব স্বর্ণালংকার ঢাকায় পাচার করছিলো বলে প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করেছে।

এ ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে সদর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে আপন জুয়েলার্সের চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজন আটক

মেহেরপুুর শহরের আপন জুয়েলার্সের দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুইজনকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

এরা হলেন শহরের মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে রাজন ইসলাম (৩৫) ও শহরের হালদারপাড়া এলাকার ঝন্টুর ছেলে রাজিব।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, মামলায় জড়িত সন্দেহে তাদের দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা কোনো তথ্য দেইনি। তবে তাদেরকে আজকেই দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার স্বার্থে তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সংঘবদ্ধ চোরের দল তিন তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে নিচে নেমে আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢোকে। পরে দুটি সিন্দুক ভেঙ্গে প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রোপ্য ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

এঘটনায় আপন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র বাদি হয়ে ৩৮০/৪৫৭/৪৬১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং ২৮, তারিখ ১৭-০৯-২০২২ ইং।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ যুবক আটক

মেহেরপুর ২ গ্রাম হেরোইনসহ মিঠুন ইসলাম (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটক মিঠুন ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে

পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। এসময় তার শরীর থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়।

এসআই জিল্লুর রহমান জানান, মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে রাধিকানগর গ্রামের আরআর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে হেরোইন কেনা বেচা হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মিঠু পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়।

এঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ৮(ক) ধারায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ৩৩, তারিখ ২০/০৯/২০২২ ইং।

মিঠু ইসলামকে আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে চোরাই স্যালো মেশিনের যন্ত্রাংশসহ যুবক আটক

স্যালো মেশিনের চোরাই ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশসহ আব্দুল হালিম (২৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। আব্দুল হালিম গাংনী উপজেলার মালশাদহ গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম রবিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে আব্দুল হালিমকে গ্রেফতার করে। হালিমের স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ি থেকে স্যালো মেশিনের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়। এঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ১৯, তারিখ ১৯/০৯/২০২২ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক আব্দুল হালিমকে আজ সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে ১০ কেজি স্বর্ণসহ চোরাচালানীর গডফাদার আটক

দর্শনা বাড়াদি কম্পের টহলদল অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ কেজি স্বর্ন অভিনব কৌশলে পাচারকালে মটরসাইকেলসহ এক স্বর্ন চোরাচালানীর গডফাদারকে আটক করেছে বিজিবি।

জানা গেছে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে দর্শনা সীমান্তের নাস্তিপুর থেকে বিজিবির টহলদল(৫৮টি স্বর্ণেরবার) সাড়ে নয়কেজি সোনা সহ একজনকে আটক করেছে।দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে। দর্শনা বাড়াদি ক্যাম্পের টহল কমান্ডার হাবিলদার জুলহাস উদ্দিন জানান ঐদিন গোপন সংবাদ পেয়ে টহলদলটি বেলা সাড়ে বারটার দিকে সীমান্তের নাস্তিপুর গ্রামের কবরস্হানের পাসে পৌছিলে একজন লোক বিজিবি দেখে পালানোর চেস্টা করে।

এ সময় বিজিবির টহলদল তাকে আটক ও দেহ ও মটরসাইকেল তল্লাসি করে ৫৮ টি স্বর্নের বার (সাড়ে নয় কেজি সোনা) উদ্ধার করে। আটক রাকিবুল
(৩৭) নাস্তিপুর গ্রামের আঃ হাই মন্ডলের ছেলে। চুয়াডাঙা ব্যাটালিয়নের –৬ বিজিবি পরিচালক, অধিনায়ক লেঃ কর্নেল শাহ মো ইশতিয়াক পি এস সি জানান মামলা সহ আসামী দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে ও মালামাল চুয়াডাঙা ট্রেজারিতে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম দৈনিক জনবাণীকে বলেন স্বর্নের আটকের ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলাসহ মোটরসাইকেল আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ৫টি মামলা ও আনুমানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করেছে।

রোববার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর অবধি দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে ৫ টি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও আনমিানিক ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করে দর্শনা হেফাজতে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মমিনুর রহমান এর নির্দেশে সার্জেন্ট নূরুল ইসলাম, টিএসআই মমিনুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা বাসষ্ট্রান্ড মোড়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে মোটরসাইকেলের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় ৫ টি মামলা প্রদান করে। এ ছাড়া এসময় রেজিষ্টেশনবিহীন ও বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ২৫ টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মনির হোসেন জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮র বিভিন্ন ধারায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কাজপত্রের বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় ৫টি মটরসাইকেলের বিরুদ্ধে মামলা ও রেজিষ্টেশন বিহীন সহ অনান্য ত্রুটির কারণে আনুমানিক ২৫ টি মটরসাইকেল আটক করা হয়।মোটরসাইকেল দর্শনা থানা হেফাজতে আছে।

মাদক বিক্রির পাওনা টাকা আদায়

করতেই জামালকে হত্যা

হেরোইন বিক্রির পাওনা টাকা আদায় করতেই জামালকে শ্বাসরোধ করে হত্যা শেষে তার ইজিবাইক ছিনতাই করে মাদক বিক্রেতা বাচ্চু মিয়া। এর আগে পূর্বপরিকল্পনামতে মেহেরপুর শহরের সন্নিকটে ময়ামারী রাস্তার লিচু বাগানে বসে দুজনে হেরোইন সেবন করে।

এর মাত্র এক দিনের ব্যবধানে সে ইজিবাইক বিক্রি করে কুষ্টিয়াতে। এসবই ছিল মাদক ব্যবসায়ী ঘাতক বাচ্চুর পূর্বপরিকল্পনা।
জামাল হত্যার প্রধান আসামি বাচ্ছু মিয়াকে আটকের পর পুলিশের কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা স্বীকার করে এসব কথা জানিয়েছে সে। বাচ্চু মিয়া মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে গতকাল সকালে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়ার কালিশংকরপুর এলাকা থেকে বাচ্চু মিয়াসহ তিনজনকে আটক করেন।

তারা হলেন বাচ্চু মিয়ার বোন সোনালী খাতুন ও ইজিবাইক ক্রেতা কুষ্টিয়ার বাঁশগ্রামের বুলবুল শেখের ছেলে রাজিব শেখ।
জানা গেছে, বাচ্চু মিয়া ও অটো চালক জামাল একসঙ্গে মাদক সেবন করতেন। বাচ্চুর কাছ থেকে মাঝেমধ্যে নিহত জামাল হেরোইন কিনতেন। ইতোমধ্যে অনেক টাকা পাওনা হয়েছে জামালের কাছ থেকে। বারবার তাগাদা দেওয়ার পরেও সে টাকা পরিশোধ করতে ব্যার্থ হন জামাল।

ঘটনার দিন কৌশলে জামালকে তার গ্রামের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধলা গ্রাম থেকে মেহেরপুর শহরের ময়ামারী সড়কে নিয়ে আসে। সেখানে একটি লিচু বাগানে দুজনে নেশা করার পর বাচ্চু মিয়া নেশাগ্রস্থ জামালকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে । সেখানে লাশ ফেলে রেখে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে ইজিবাইকটি কুষ্টিয়ার আলমপুর নামকস্থানে বাবুল শেখের ছেলে রাজিব শেখের কাছে এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। এক লাখ টাকা দিয়ে রাজীব কিনলেও ইজিবাইকের চার্জার সহ অন্যান্য কাগজপত্র দেওয়ার পরে বাকি ৩০ হাজার পরিশোধ করার কথা তার।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম, মেহেরপুর সদর থানার ওসি তদন্ত মেজবাহ উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স কুষ্টিয়ার কালিশংকরপুর গ্রামে অভিযান চালান।

এদিকে গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে জামাল উদ্দীনের ভাই আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতে বাচ্চু মিয়াকে আটক করার পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ইজিবাইকটি উদ্ধার করেন।

গত বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে ৯৯৯ থেকে কল পেয়ে মেহেরপুর শহরতলির ময়ামরী সড়কের একটি লিচু বাগান থেকে অটো চালক জামাল উদ্দীনের লাশ উদ্ধার করেন।

উল্লেখ্য,জামাল হত্যার সাথে জড়িত আটক শোলমারী গ্রামের বাচ্চু মিয়ার বিরুদ্ধে মাদক বিক্রি, চুরি ডাকাতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কিছুদিন আগেও মাদক মামলায় জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছে। তার নামে হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। মামলাও রয়েছে একাধিক। পুলিশের ভয়ে সে পার্শ্ববর্তি ভারতেও পালিয়ে ছিলো দীর্ঘদিন। জামাল হত্যা মামলা তাকে আটকের পর এলাকার মানুষ মুখ খুলতে শুরু করেছে।

গাংনীতে পাঁচকেজি গাঁজাসহ আটক ১

সোহরাব হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে পাঁচ কেজি গাঁজা।

আজ শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম তাকে হাড়াভাঙ্গা কাদের মোল্লা মোড় থেকে আটক করে। সোহরাব হোসেন গাংনী উপজেলার রামনগরের মোস্তফার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, একজন মমাদক কারবারী সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা নিয়ে হাড়াভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আসছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান এসআই জহির ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় সোহরাব হোসেনের কাছে রাখা একটি ব্যাগে তল্লাশী চালিয়ে

পাঁচ কেজি গাঁজা পাওয়া গেলে তাকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

খায়েস মিটতে দিলেন না বেরসিক জনতা

খায়েস মিটতে দিলেন না বেরসিক জনতা। প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরোকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে অসামাজিক কাজ করতে গিয়ে গ্যাঁড়াকলে পড়েন ওয়াসিম রানা (২৫)। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে শিকল তুলে দিয়ে আটকিয়ে ফেলেন তারা। অবশেষে ওয়াসিম রানা ও ওই প্রবাসীর স্ত্রীর ঠাই হলো শ্রী ঘরে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। পরে স্থানীয়রা সদর থানায় খবর দিলে পুলিশের একটি টিম তাদের উদ্ধার করে জিডি মুলে আদালতে সোপর্দ করেন।

সদর থানার এসআই হাবিব জানান, রাধাকান্তপুর গ্রামের বাবর আলীর ছেলে ওয়াসিম রানা একই গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ওয়াসিম রানা তার পরোকীয়া প্রেমিকের ঘরে ঢুকলে স্থানীয়রা তাকে আটকিয়ে ফেলে। খবর দিলে তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে সদর থানায় একটি জিডি করা হয়। জিডির নং ৪৭১, তারিখ ০৯/০৯/২০২২ ইং

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে তাদের দুজনকেই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে মাদক সেবনকারী আসাদ আটক

দামুড়হুদার ছোটদুধপাতিলা গ্রামে থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান আসাদ(৫০) নামের এক মাদক সেবনকারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডুগডুগির রাজু ও দর্শনার আলিহীম। একই সময় ডুগডুগি মাঠে জুয়া খেলারত জুয়াড়িরাও পালিয়ে যায়।

থানা পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশনায় থানার এসআই আল মামুন, এসআই সোয়াদ বিন মোবারক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর অবস্থান নেন। এসময় মাঠ থেকে মাদকদ্রব্য সেবনের পর রাস্তার উপর উঠার সময় পুলিশের উপস্থিতি দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর গ্রামের মৃত ফকির চাঁদ মল্লিকের ছেলে ভূষিমাল ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান আসাদ (৫০)।

পুলিশ তার পিছে পিছে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন। পরে মাদকদ্রব্য সেবনের কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন। পরে মাদকের আলামত সনাক্তকরণে নেওয়া হয় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাকে রেফার্ড করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানকার কর্মরত চিকিৎসকের মাধ্যমে আসাদুজ্জামান আসাদের ড্রোপ টেস্ট শেষ করে আবারও নেয়া হয় দামুড়হুদা থানায়।

এদিকে, স্থানীয়রা ও নাম না প্রকাশ করার শর্তে কয়েকজন জুয়াড়ি বলেছেন, আসাদুজ্জামান আসাদ গতকালই না প্রতিনিয়তই জুয়া খেলতে আসে ডুগডুগি ও ছোটদুধপাতিলা মাঠে। সেখানে জুয়ার আসর বসার আগেই নিয়মিত বসে মাদকের আসর। মাদকদ্রব্য সেবনের পর বিভিন্ন এলাকা থেকে জুয়াড়ীদের আগমনে জমে উঠে জুয়ার আসর। ওই এলাকার জুয়া ও মাদকের আসরের নেতৃত্বদেন ডুগডুগি গ্রামের রাজু, দর্শনার আলিহীম।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ইটের রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় ডুগডুগি মাঠ থেকে মাদকাসক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর থেকে আসাদুজ্জামান আসাদ কে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন অফিসে নিয়ে তার ড্রোপ ট্রেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।